জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতি বার ।০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা

নগদ মূল্য ৵০ এক আনা।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৩শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২০শে চৈত্র বুধবার ১৩৬৩ ইংরাজী 3rd. April 1957 | ৪৫শ সংখ্যা

১৩ই চৈত্র, ১৮৭৯ শকাব্দ

হাতে কাটা
বিশুদ্ধ পৈতা
পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

চা ! চা !! চা !!!

দার্জ্জিলিং, আসাম ও ডুয়ার্সের ভাল চা পেতে হ'লে চা-সংসদে আসুন। রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরের

একমাত্র বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান চা-সংসদ।

চা-সংসদ রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত

হ্যানিম্যান হল

মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম হোমিও প্রতিষ্ঠান

এখান দি মডার্ণ হোমিও রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট কোম্পানী কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত যাবতীয় হোমিও ইন্‌জেকশান এবং পেটেণ্ট ঔষধ কোম্পানীর দরে বিক্রয় হয়। ব্যবহারে ফল সুনিশ্চিত। এই মাত্র বাহির হইল ডাঃ সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয় কৃত হোমিও ও বাইওকেমিক মতে **"বসন্ত চিকিৎসা"** মূল্য মাত্র আট আনা। ডাক্তার শীলের হোমিও ইন্‌জেকশান ও পেটেণ্ট ঔষধ কোম্পানীর দরে বিক্রয় হয়।

হ্যানিম্যান হল
খাগড়া, মুর্শিদাবাদ।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২০শে চৈত্র বুধবার সন ১৩৬৩ সাল।

পয়লা এপ্রিল

—•—

ইংরাজরা এপ্রেল মাসের পয়লা তারিখকে বলেন "অল ফুল'স্ ডে" অর্থাৎ সব নির্ব্বোধের দিন। এই দিন কম বুদ্ধির লোকদের বুদ্ধিমানেরা ঠকাইয়া বেকুব বানাইয়া নিজেরা আনন্দ উপভোগ করে, আর যে বেচারা ঠকে সে অপ্রস্তুত হইয়া সাধারণের কাছে হাস্যাস্পদ হয়।

আমাদের স্বাধীন ভারত সরকার দেশে যে সব মুদ্রা পূর্ব্ব পূর্ব্ব আমলে প্রচলিত ছিল, তাহার মূর্ত্তি বদলাইয়া অশোক স্তম্ভ ইত্যাদি দিয়া একবার পরিবর্ত্তন চালাইয়াও সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। এক টাকায় ছিল ৬৪ পয়সা এবার এক টাকাতে ১০০ পয়সা নির্দ্ধারণ করিয়া তার নাম দিলেন—দশমিক মুদ্রা। টাকার দাম ১০০ পয়সা, আধ টাকায় ৫০ পয়সা, সিকি টাকায় ২৫ পয়সা, তার পর মুদ্রা হইল দশ পয়সা, তার পর পাঁচ পয়সার মুদ্রা। খুচরা পয়সাতে হিন্দী ভাষায় নামকরণ হইয়াছে "রুপয়ে কা সৌয়া ভাগ" তাতে ইংরাজী 1 এক মধ্যে দিয়া সব দেবনাগরী অক্ষরে হিন্দী। ডবল পয়সার নাম মধ্যে ইংরাজী 2 দিয়া নামকরণ হইল হিন্দীতে "রুপয়ে কা পচাশোয়া ভাগ"। এমনি ৫, ১০, ২৫, ৫০ ইংরাজীতে দিয়া 'রুপেয়া কা' যত ভাগ তাই নাম করণ হইয়াছে। এই "নয়ে পৈসে"র প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রভাষার প্রচলনেও সহায়তা করা হইয়াছে। যেমন পোষ্ট কার্ডে 'নাম, পতা, ডাকখানা ও জিলা' হিন্দীতে দিয়া রাষ্ট্রভাষার সম্মান রাখা হইয়াছে। কয় বৎসর রাজত্ব করিয়া ইংরাজ আমলের শতকরা ১৫ জন সাক্ষরিক লোকের সংখ্যা বড় জোর শতকরা ২০ জন হইয়াছে স্বীকার করিলেও শতকরা ৮০ জনই লিখিতে পড়িতে জানে না। এহেন দেশের লোকের নিকটে এমন জটিল সমস্যা আনিয়া লোকপ্রিয় ভারতীয় সরকার নূতন ও পুরাতন উভয় মুদ্রার বিনিময় জন্য দেশে মূল্য তালিকা বা চার্ট ছাপাইয়া সকলকে বিনিময় কার্য্যে ওয়াকিবহাল করিবে। ডাক বিভাগ, যানবাহন বিভাগে এই বিনিময়ের হের ফেরে সাধারণেরই অর্থ লোকসান হইবে। সরকার ট্যাক্স না বসাইয়া এমন এক মজার নূতনত্ব আমদানী করিলেন যে আগম ছাড়া নির্গম হইবে না। সোনার ভারত যে কোনও রকমে নাড়াচাড়া করিতে পারিলেই আয় হইবে।

লোক সভার জনৈক সদস্য এবং প্রবীণ রাজ-নীতিবিদ চক্রবর্ত্তী রাজা গোপালাচারিয়া সরকারের এই নূতনের মজাকে বিপদ বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। ১৯৪৭ অব্দের ১৫ই আগষ্টের পর স্বাধীনতার আনন্দে সরকার পরিচালক মুরুব্বি ভারতের মজুত অর্থ লইয়া যে আনন্দ উপভোগ করিয়াছে এবং ক্রমে ক্রমে মা লক্ষ্মীকে মালখানার ত্রিসীমানা পার করিয়া দিয়া যে বদান্যতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া মাত্র এই কয় বৎসরে অর্থাগমের যে উচ্চ (তুচ্ছ?) লোকহিতকর আদর্শ দেখাইয়া দেশ-বাসীকে খাদ্যে পরিধেয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে রাখিয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এমন সুন্দর সুন্দর আইন প্রণয়ন করিয়া সুখের বহর আনিয়াছেন তাহা কেহ কোন কালে কল্পনা করিতে পারে নাই। আদিম কালের আর্য্যেরা তো পারেন নাই, মোগল, পাঠান, ইংরেজ কেহ হিন্দু আইনের এ হেন দুর্গতি করিয়া এক মাতাপিতার সন্তান ভ্রাতা ভগ্নীর মধ্যে মামলার বীজ রোপণ করিয়া অশান্তির সৃষ্টি করিতে বিরত ছিলেন। বিদেশী বিধর্ম্মী শাসকগণ যে কার্য্য করিতে ইতস্ততঃ করিয়াছেন আমাদের ঘরের ষাঁড়ে পেট ফাড়ে এ দুঃখের কথা কাহারও কাছে বলিতে লজ্জা করে।

আমরা পয়লা এপ্রিলে নয়, স্বাধীনতার নামে পাইয়াছি **স্বাদহীনতা! সাধহীনতা!** ও **শ্বাধীনতা।** (শ্বা—কুকুর)

সোনার ভারতকে শাসন ও শোষণের পন্থা যে কত প্রশস্ত, কত রকমে অর্থাগম হইতে পারে, তাহার ফন্দী করিয়া কোন শাসক সম্প্রদায় সুস্থ হইয়া স্বচ্ছন্দে স্থায়ী হইতে পারে নাই। একটি গল্প বলি, গল্পটি হিতোপদেশের—

এক ব্যাধ এক বনে কিছু তণ্ডুলকণা ছড়াইয়া জাল পাতিয়া রাখিল। একটি সুন্দর পাখী জালে আবদ্ধ হওয়ার পর ব্যাধ দেখিল পাখী যতবার মল-ত্যাগ করে তার সবটুকু সোনা। এই ব্যাপার দেখিয়া ব্যাধ মনস্থ করিল—রাজার কাছে ইহাকে বিক্রয় করিলে বহু অর্থ পাওয়া যাইবে। রাজার কাছে লইয়া গেলে রাজা ইহার পুরীষে স্বর্ণ দেখিয়া মন্ত্রীকে ডাকিলেন—মন্ত্রীও দেখিয়া অবাক। শেষে মন্ত্রী মহাশয় রাজাকে সুমন্ত্রণা দিয়া বলিলেন—মহারাজ! এর পেটে না জানি কত স্বর্ণই আছে! এর পেট কাটিয়া সব বাহির করা উচিত। পাখীকে বধ করিতে আদেশ হইল। পাখী দৈবে হস্তার হাত ফস্‌কাইয়া উড়িয়া গিয়া এক উচ্চ বৃক্ষে বসিয়া বলিল—

আদৌ তাবদহং মূর্খঃ
দ্বিতীয়ঃ পাশবন্ধকঃ
ততো রাজা চ মন্ত্রী চ
সর্ব্বৈব মূর্খমণ্ডলং।

প্রথমে আমি মূর্খ কারণ এই গভীর অরণ্যে তণ্ডুল কোথা হইতে আসিল বিবেচনা না করিয়াই জাল বদ্ধ হইলাম। ব্যাধ আমার বিষ্ঠায় স্বর্ণ দেখিয়া রাজার কাছে বিক্রয় লব্ধ অর্থের লালসা না করিয়া আমাকে পুষিলে প্রত্যহই সোনা পাইত, তাহাকে ব্যাধবৃত্তি করিতে হইত না। রাজা আবার মন্ত্রীর পরামর্শে আমাকে হত্যা করিতে বলিয়া কত মূর্খতা করিল! আমার পেটে কতটুকু সোনা ছিল। আমি জীবিত থাকিলে প্রত্যহই সোনা পাইতেন।

এই পাখীর মত ভারতমাতাও বলিতে পারেন আমার সন্তানগণকে শোষণ করিয়া কেহ কোন কালে লাভবান হইতে পারেন নাই। শুধু এই পয়লা এপ্রিলের নির্বুদ্ধিতা নয় আগা গোড়াই মূর্খতা করা হইয়াছে। অপব্যয়ের তালিকা দিলে একখানি বড় কেতাব হইবে। দুর্নীতির যেন চাষ আবাদ সুরু হইয়াছে। এই পয়লা এপ্রিলের নির্ব্বোধ আমরা মনে করি আর কেউ যেন না শোনে এমনিভাবে বলি—এঁরা তো শত্রুকে টাকা দেয়, রণে জিতিয়া

রণ থামাইতে বলে। আমরাও ইংরাজের পেণ্টালুনের কাছা থাকিলে তাই ধরিয়া না যাইতে দিলেই যেন ভাল করিতাম। না হয় আর একটা পয়লা এপ্রিলের নির্ব্বোধ হইতাম।

পঞ্চশীলের দেশে

—•—

নয়া পৈসার হেরে ফেরে
ঠকায় যদি শুঁড়ি।
বোতল ভাঙা কাচ দিয়ে
ফাঁসিয়ে দিব ভুঁড়ি।
সরকার চালালে মদ,
তাই তো আমি খাই।
শুঁড়ির সঙ্গে মোকদ্দমায়
যেন জিতে যাই!
সরকারের দোহাই।

চুরি

গত ১২ই চৈত্র মঙ্গলবার রাত্রে রঘুনাথগঞ্জ বাজারপাড়ায় থোঁয়াড়ের সন্নিকট পুলিশ কনষ্টেবল শ্রীবিষ্ণুপদ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাসায় চুরি হইয়াছে। চোরে আন্দাজ ১২ ভরি ওজনের স্বর্ণালঙ্কার ও অন্যান্য জিনিষপত্র লইয়া পলাইয়াছে।

ঐ রাত্রে উক্ত বাসার পার্শ্বস্থিত শ্রীঅনিলকুমার বাগচী মহাশয়ের বাসায় চোরে বাক্স ভাঙ্গিয়া কয়েকটী টাকা ও একটী ফাউণ্টেন পেন লইয়া গিয়াছে।

রঘুনাথগঞ্জ তুলসীবিহার বাড়ীর উত্তর দিকে শ্রীদেবীদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীর দো-তলা ঘরের তালা ভাঙ্গিয়া চোরে বাসন ও কাপড় চুরি করিয়াছে। সে সময় তিনি সপরিবারে অন্যত্র গিয়াছিলেন।

ট্রেণের সময় পরিবর্ত্তন

গত ১লা এপ্রিল হইতে ট্রেণের সময় পরিবর্ত্তন হইয়াছে। জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশনে ট্রেণ আসার সময় নিম্নে দেওয়া হইল।

ডাউন ট্রেণ (আজিমগঞ্জ অভিমুখে)
৩৩৪ নং সকাল ৫—৫১ মিঃ
২ এ-ডি দুপুর ১১—৫০ মিঃ
৩৮০ নং বৈকালে ১৭—৫৭ মিঃ
আপ ট্রেণ (নিমতিতা অভিমুখে)
৩৭৯ নং সকাল ৮—৫২ মিঃ
৩৩৩ নং বৈকাল ১৫—৩৫ মিঃ
১ এ-ডি রাত্রি ১—১৬ মিঃ

সরকারী কর্ম্মচারীদের জন্য অতিরিক্ত মহার্ঘ ভাতা

মাসিক হার ২ টাকা হইতে ৫ টাকায় বর্ধিত
১,৫০,০০০ জন কর্ম্মচারী উপকৃত হইবেন

গত আগষ্ট মাসে পশ্চিমবঙ্গ সরকার পুলিশ ও কারাবিভাগের কর্ম্মচারী ব্যতীত মাসিক ২৫০ টাকা পর্যন্ত বেতনভোগী অন্যান্য সকল সরকারী কর্ম্মচারীর জন্য মাসিক ২ টাকার এক অতিরিক্ত মহার্ঘ ভাতা মঞ্জুর করিয়াছিলেন। সরকার এখন ১৯৫৭ সালের ১লা এপ্রিল হইতে এই অতিরিক্ত মহার্ঘ ভাতা ২ টাকা হইতে ৫ টাকায় বৃদ্ধি করার এবং পূর্ব্বে যাঁহাদের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম করা হইয়াছিল, সেই পুলিশ ও কারাবিভাগের কর্ম্মচারীদেরও এই সুবিধা-ভোগীদের অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। প্রায় ১,৫০,০০০ সরকারী কর্ম্মচারী এই সুবিধা পাইবেন। এই বর্দ্ধিত অতিরিক্ত মহার্ঘ ভাতা বাবদ রাজ্য সরকারের বার্ষিক প্রায় ৯০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। এই শ্রেণীর সরকারী কর্ম্মচারীদের এখন যে মহার্ঘ ভাতা দেওয়া হইবে, তাহার হার নিম্নরূপ হইবে :—

যাহাদের বেতন মাসিক ৫০ টাকা পর্যন্ত মাসিক ৩০ টাকা, যাহাদের বেতন মাসিক ৫১—১০০ টাকা পর্যন্ত মাসিক ৪০ টাকা, যাহাদের বেতন মাসিক ১০১—১৫০ টাকা পর্যন্ত মাসিক ৪৫ টাকা, যাহাদের বেতন মাসিক ১৫১—২০০ টাকা পর্যন্ত মাসিক ৫০ টাকা, যাহাদের বেতন মাসিক ২০১—২৫০ টাকা পর্যন্ত মাসিক ৫৫ টাকা।

উপরোক্ত ভাতার অতিরিক্ত হিসাবে পুলিশ বাহিনীর সদস্য ও কারাসমূহের কয়েক প্রকারের কর্ম্মচারী ব্যতীত এই শ্রেণীর সকল সরকারী কর্ম্মচারীকে খাদ্য-সম্পর্কিত কয়েক প্রকার পূর্ব্বতন সুযোগ সুবিধার বিকল্পে একটি নগদ ভাতা দেওয়া হয়। এই শ্রেণীভুক্ত নিম্নতম বেতনভোগী কর্ম্মি-বৃন্দের ক্ষেত্রে মাসিক ৭ টাকা এবং উচ্চতর বেতন-ভোগী কর্ম্মিবৃন্দের ক্ষেত্রে মাসিক ৫ টাকার মধ্যে এই নগদ ভাতা পরিবর্ত্তনশীল। —(প্রেসনোট)

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত
নিলামের দিন ১৫ই এপ্রিল ১৯৫৭

১৯৫৬ সালের ডিক্রীজারী

১৮৩ খাং ডিঃ নরেশচন্দ্র বসু দেং গোকুলচন্দ্র মণ্ডল দিং দাবি ২৬৸৬ পাই থানা সাগরদীঘি মৌজে জামালমাটি ৩৫ শতকের কাত ৩৸৯ আঃ ১৲ খং ৮৩

৩৩ মনি ডিঃ দিলমহম্মদ বিশ্বাস দেং মোজাহার হক দাবি ১৭৫৸৶৬ থানা ফরক্কা মৌজে তুলসীপুকুর ৭৩ শতক মধ্যে দেন্দারের অর্দ্ধাংশ ৩৬।৹ শতক আঃ ১০০৲ খং ৩৭

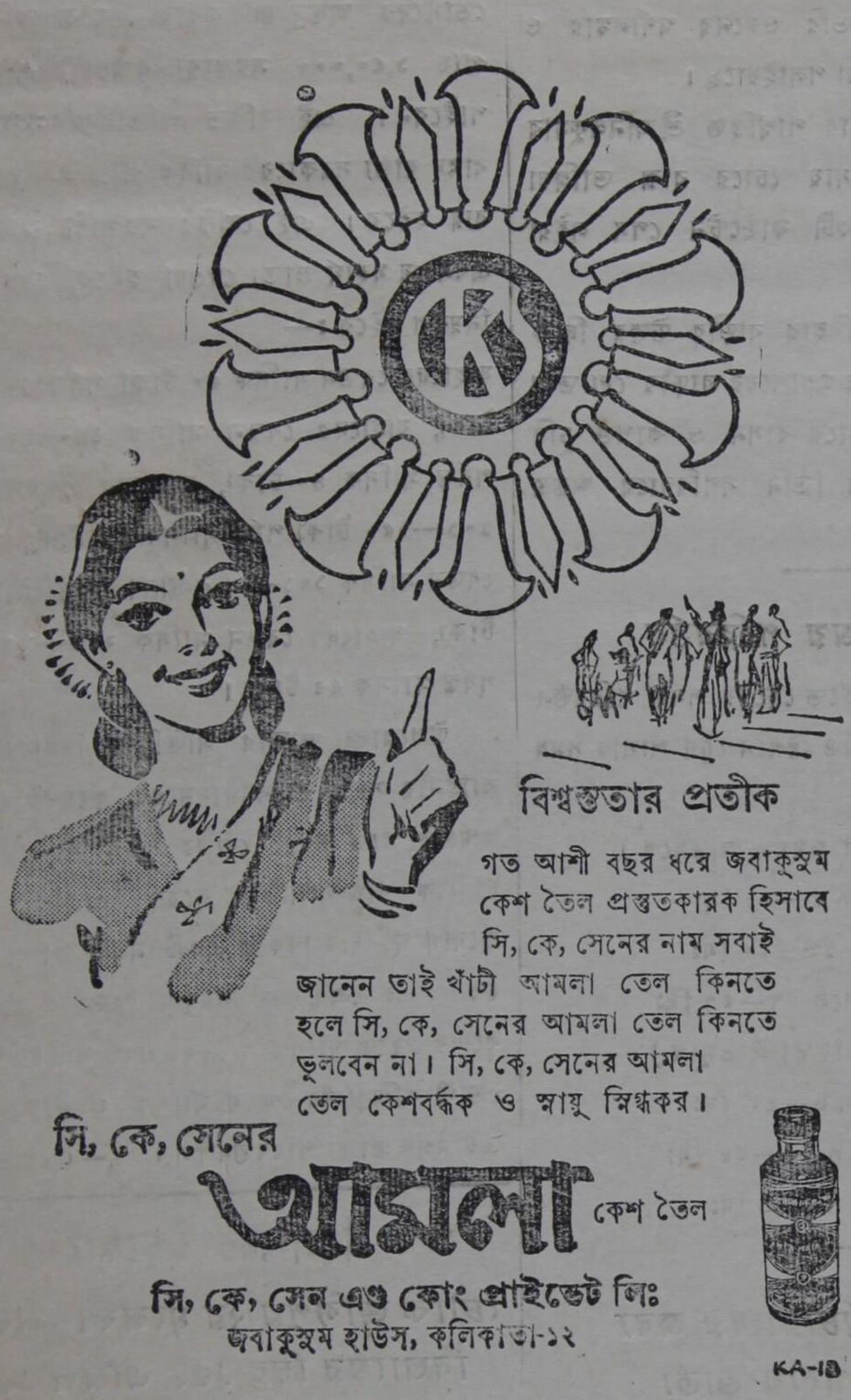

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর।

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ তৈল

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

KA-13

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম: "আর্ট ইউনিয়ন" টেলিফোন: বড়বাজার ৪১৬

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়:--

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৷০ টাকা ও মাশুলাদি ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেণ্ট :—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা
ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্
এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।